কৃষি সুপারিশ

১৩ ই আগষ্ট, ২০২২ (২৮-২৯ ই শ্রাবণ, ১৪২৯)

আউস ধান - রোয়ার জমিতে ছিপছিপে জল থাকা প্রয়োজন, চারা রোয়া থেকে ধান কাটার ১০-১৫ দিন আগে পর্যন্ত ২.৫ সেমি (১ ইঞ্চি) জল থাকা প্রয়োজন। কোন সময়েই জমিতে বেশি জল ধরে রাখা উচিৎ নয়। জিঙ্কের ঘাটতি যুক্ত এলাকায় একর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্কসালফেট ও ৪-৮ কেজি সালফার মূলসার কিংবা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি হয় ও সারের অপচয় কম হয়। ধান রোয়ার ১৫ দিন পর একরে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৩৫ দিন পর ৭ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে।

আমন ধানের বীজতলা তৈরী - এক একর জমি রোয়ার জন্য ০.১ একর বা ১০ শতক বীজতলা তৈরী করতে হবে।বীজতলার জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু, জল নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। সমগ্র বীজতলাটিকে কয়েকটি চওড়া খন্ডে ভাগ করে নিতে হবে এবং প্রতিটি খন্ডের প্রস্থ ১২০ মিটার বা ৪ ফুট হবে। প্রতিটি খন্ডের চারপাশে ৩০ সেমি বা ১ ফুট চওড়া ও ১০ সেমি বা ৪ ইঞ্চি গভীর নাল রাখতে হবে। অতিরিক্ত নোনা মাটির জমি বীজতলার জন্য উপযুক্ত নয়।অল্প নোনা জমিতে বীজতলা করতে হলে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে, কখনই যেন বীজতল শুকিয়ে না যায়। প্রতি ১০ শতক বীজতলার জন্য গোবর বা কম্পোষ্ট সার ১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি,ফসফেট ২ কেজি ও পটাশ ২ কেজি লাগবে। আমন ধানের চারা রোগ-পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য বীজতলায় ওষুধ প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন, এতে কম খরচে ধান রোয়ার পরেও গাছের রোগ-পোকা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ফসফামিডন ১.৫ মিলি, বা অ্যাসিফেট ০.৭৫ গ্রাম, বা কারটাপ ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। কাদানো বীজতলায় চারা ভাঙার ৭-১০ দিন আগে ১০ শতক বীজতলায় ২ কে জি কার্বফুরান ৩জি বা ৬০০ গ্রাম ফোরেট ১০জি বা ১.৫ কেজি কারটাপ ৪ জি প্রয়োগ করে ২ ইঞ্চি জল ধরে রাখতে হবে। সাধারণত আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে (জুলাই থেকে আগষ্টের মধ্যে) আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ করা উচিৎ।

মূল জমিতে ধান রোপন - আমন ধানে জমির উর্বরতা বজায় রাখতে জমিতে জৈব এবং সবুজ সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সবুজ সার প্রয়োগ করা না গেলে জমি তৈরীর সময়ে একরে ৫ টন জৈব সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। রাসায়নিক সার হিসেবে জমির চরিত্র ও ধানের জাত অনুযায়ী মূল সার হিসেবে একরে ৭-১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১২-১৬ কেজি ফসফেট ও১২-১৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ। বেলে মাটিতে পটাশ সার ২ বারে (মূল সার ও ২য় চাপানে) প্রয়োগ করা যেতে পারে। জিঙ্কের ঘাটতি যুক্ত এলাকায় একর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্কসালফেট ও ৪-৮ কেজি সালফার মুলসার কিংবা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি হয় ও সারের অপচয় কম হয়। সাধারণত আষাঢ় থেকে শ্রবণের মধ্যে (জুলাই থেকে আগষ্টের মধ্যে) আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ করা উচিৎ। আমনের জলদি জাতের চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি (৮ ইঞ্চি X ৪ ইঞ্চি), মাঝারি জাতের চারা ২০ সেমি X ১৫ সেমি (৮ ইঞ্চি X ৬ ইঞ্চি) এবং নাবি জাতের চারা ২০ সেমি X ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি X ৮ইঞ্চি) দুরত্বে রোয়া করতে হবে

অড়হর একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ১২ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ২৪ কেজি লাগে। কোন চাপান সার লাগে না।বোরন ও মলিবডিনম ঘাটতিযুক্ত মাটিতে ২ গ্রাম সোহাগা ও ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে বীজ বোনার ২১ ও ৪২ দিন পর দুবার স্প্রে করলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

পাট - ১১০-১১৫ দিনের পাট কাটার জন্য আদর্শ পাটের গুণগত মান পাট পচানোর পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং পাট কাটার পর পাট পচানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পাট কাটার পর বান্ডিল বেঁধে ৪-৫ দিন রোদে রেখে পাতা ঝড়ে গেলে পরিস্কার জলে জাঁক দিতে হবে, কাঁদা মাটি বা কলাগাছ দিয়ে পাট জাঁক দেওয়া পরিহার করুন এর ফলে পাটের গুণগত মান ও রং খারাপ হয়ে যায়। পাটের প্রতি বান্ডিলে ২-৩টি ধইঞ্চা গাছ ঢুকিয়ে দিলে পাটের পচন দ্রুত হয়। পাটের তন্তুর গুণগত মান উন্নীত করার জন্য পাট পচানোর পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাট গবেষণা কেন্দ্র 'ক্রাইজাফ' উদ্ভাবিত ব্যাকটেরিয়া পাউডার 'ক্রাইজাফ সোনা' বিঘা প্রতি ৩-৪ কেজি পাটের বান্ডিলের বিভিন্নস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে পাট পচালে পচন দ্রুত হবে ও পাটের গুণগত মান উন্নত হবে, ঐ একি জলে আবার পাট পচালে জীবানু পাউডার অর্ধেক বা ১.৫-২.০ কেজি প্রয়োগ করলেই হবে।

খরিফ ভুট্টা - উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটির যে কোনে জমি ভুট্টা চাষের উপযুক্ত। খরিফ ভুট্টার উপযুক্ত জাত - বিবেক-২৭, বিবেক-কিউ.পি.এম-৯, ডি.এম.এইচ ১১৮, যুবরাজ গোল্ড, শ্রীরাম ৯২২০, বায়ো ৯৬৮১ ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ক্যাপটান ৭৫% ২.৫ গ্রাম বা ভিটাভ্যাক্স ২৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার জন্য জুনের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ উপযুক্ত সময়।গভীর লাঙ্গল দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরীর সময় একরে ২টন কম্পোষ্ট, ৬কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি.এস.বি জীবানুসার মেশানো উচিৎ। হাইব্রিড ভুট্টায় জন্য একরে মূলসার হিসেবে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফেট ও১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ। বীজ বোনার ১২-১৫ দিনের মধ্যে ঘন গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হবে। জমি আগাছা মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকারএর পক্ষে

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ